গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

অতিরিক্ত পরিচালক
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮

১৬৫

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১.	অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
০২.	প্রস্তাবনা/উপক্রমনিকা..	৪
০৩.	সেকশন ১ : অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি...	৫
০৪.	সেকশন ২ : অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)......	৬
০৫.	সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.......	৭
০৬.	অঙ্গীকার নামা	৮
০৭.	সংযোজনী ১ : শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)..	৯
০৮.	সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর এবং পরিমাপ পদ্ধতি................	১০-১১
০৯.	সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা...	১২

১৩৬৭

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্ম-সম্পাদনের সার্বিক চিত্র ঃ

(Overview of the performance of the Department of Narcotics Control)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের অপব্যবহার ও পাচার রোধকল্পে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়। মাদক দেশের যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশে প্রধান অন্তরায়। মাদক নির্মূলের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মাদক সমস্যার বহুমুখিতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরী। মাদক বিরোধী আন্দোলনকে পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা আসবে না।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক মোট জনবল ১৭০৬। দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া ০৬টি বিভাগে ০৬টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৬টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ০১ টি স্থলবন্দর, ০২টি সমুদ্র বন্দরে অফিস স্থাপন এবং ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল জেলায় ০৫ টি বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অধিদপ্তরের ১১২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরকে ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ঢাকায় ০১টি ও টেকনাফে ০১টি টাওয়ার স্থাপনসহ ৩৮৮টি ওয়াকিটকি ক্রয় করা হয়েছে । অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১২টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ০৩টি কার ও ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। সকল জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদকের বিস্তার রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে বিগত ০৩ বছরে মাদক বিরোধী ৯০,২৬৯টি অভিযান পরিচালনা করে ২৮,২৭২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৩০,৩৯০ জন মাদক অপরাধীকে গ্রেফতারসহ মোট ১,৫৬,৭৭,১৬০/- টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে। একই সাথে ৫২,২১,৫২৯ পিস ইয়াবা, ৮০,৪৭২ বোতল ফেন্সিডিল, ২৭.১৫৫১ কেজি হেরোইন ও ১০,৬০৮.০২ কেজি গাঁজাসহ অন্যান্য মাদক বিপুল পরিমাণে জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩৯,৫৯২টি অভিযান পরিচালনা করে ২০,৩৫৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে ১৯,৭৩১ টি মামলায় আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে তাৎক্ষনিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়। মাদক বিরোধী প্রচারণামূলক কাজ সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ৯,১০,৯০৫টি লিফলেট, ২,৫৫,৯৭৮টি পোস্টার, ১,৬৯৫ টি শর্টফিল্ম এবং ১৬,৩০০টি সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে ২৯,১৬৫ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২১,৪২৬ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, কাস্টমস্ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ১,৩১,৯০৬টি নমুনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

মাদক অপরাধ দমনে পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতিহ্রাসের বিকল্প নেই। পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের নিরাপত্তা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মানুষের কাছে মাদকের কুফল জানানোর মধ্য দিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনভাবে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। মাদক অপরাধ দমনে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করার মধ্য দিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়,ঢাকা কর্তৃক সম্ভাব্য অর্জনসমূহ :

- মাদক অপরাধ রোধকল্পে ১২৩৮২টি অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং বিচারাধীন মামলাসমূহের বিভাগীয় সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন অফিসসমূহ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে মাদকের বিস্তার হ্রাস করা হবে।
- গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের ১৭০টি স্পট চিহ্নিত করা হবে।
- এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও অন্যান্য স্থানে মোট ১৬২৫টি মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৬৮৬৬ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হবে।

১৫৮

উপক্রমণিকা (Preamble)

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

অতিরিক্ত পরিচালক
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা
এঁর মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি...০২.০৭.১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হ'ল:

সেকশন-১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি।

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ঃ

১.৩.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. নবসৃষ্ট বিভাগ (রংপুর ও ময়মনসিংহ) হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
২. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধকরণ ।
৩. মাদক সরবরাহ হ্রাস।
৪. মাদকের ক্ষতিহ্রাস ও মাদকাসক্ত চিকিৎসা।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা চর্চার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ।
৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের আওতাভুক্তকরণ।

১.৪ কার্যাবলী (Functions) ঃ

১. মাসিক বুলেটিন প্রকাশ।

২. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ।

৩. মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন।

৪. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার সম্প্রসারণ।

৫. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৭. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৮. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা।

৯. নিয়মিত মামলা রুজুকরণ।

১০. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে রুট ও স্পট চিহ্নিতকরণ।

১১. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

১২. বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র চালুকরণ।

১৩. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চতকরণ।

১৪. সকল জেলায় বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন।

১৫. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৬. পোষাক ও ওয়াকিটকি সরবরাহ।

১৭. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন।

১৮. কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ।

১৯. প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান ।

সেকশন-২

অধিদপ্তরের আউটকাম (Outcome)

আউটকাম (Outcome)	কর্মসম্পাদন (Performance Indicator)	একক (Unit)	ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত * ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপন		অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রমাপ অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-১৯	২০১৯-২০		
মাদকের অপব্যবহার হ্রাস	মাদকাসক্ত হ্রাসের হার	%	০.৫৭	* ০.৬৪	০.৭৫	১.২০	১.৪০	আইন ও বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন, সুভ্যেনির, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dnc.gov.bd)
মাদকের অপব্যবহাররোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সচেতন জনগোষ্ঠি	জনসংখ্যা	৮ লক্ষ	২০ লক্ষ	২২ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২৮ লক্ষ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন, সুভ্যেনির, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dnc.gov.bd)

১৬৪

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	ভিত্তি বছর (Base Year) ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-২০১৭*	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৭-১৮ (Target/Criteria Value for FY2 2017-2018)					প্রক্ষেপন (projection) 2018-2019	প্রক্ষেপন (projection) 2019-2020
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১. নবসৃষ্ট বিভাগ (রংপুর ও ময়মনসিংহ) হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;	৯	(১.১) রাজস্বখাতে পদ সৃজন	(১.১.১) রাজস্বখাতে সৃজনকৃত পদ	সংখ্যা	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।									
		(১.২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন	(১.২.১) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন	সংখ্যা (পরিদর্শন)	৬	৫১	৯৫	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১	৫৬	৫৭
২. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধকরণ	২৭	(২.১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশোধনাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।	(২.১.১) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০	-	২০৩৫	১১২৬	১১২৪	১১২২	১১২০	১১১৮	১১৩০	১১৩৫
			(২.১.২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩	-	৩৩৯২	১১৬	১১৪	১১২	১১০	১০৮	১২০	১২৫
			(২.১.৩) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭	-	১৩৫৭	২০০	১৯৮	১৯৬	১৯৪	১৯২	২০৫	২১০
			(২.১.৪) কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	সংখ্যা	২	-	-	৫১	৪৯	৪৭	৪৫	৪৩	৫৫	৫৮
		(২.২) মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার আয়োজন	(২.২.১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে আয়োজিত মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার।	সংখ্যা	৫	-	১৪০৯	১৩২	১৩০	১২৮	১২৬	১২৪	১৩৫	১৪০
৩. মাদক সরবরাহ হ্রাস	২৪	(৩.১) মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা।	(৩.১.১) পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	৭	১২২৪০	১১২৫৯	১২৩৮২	১২৩৪৭	১২৩১২	১২২৭৬	১২২৪০	১২৩৮৫	১২৩৯০
			(৩.১.২) রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৫	৩৫১৬	২৯৮০	৩৫২০	৩৫১৯	৩৫১৮	৩৫১৭	৩৫১৬	৩৫২৫	৩৫৩৫
			(৩.১.৩) আটককৃত আসামী	সংখ্যা	৩	-	২৬৩২	৩৭৪১	৩৭২৬	৩৭১১	৩৬৯৬	৩৬৮১	৩৭৪৫	৩৭৫০
			(৩.১.৪) মাদকবিরোধী অভিযান মূল্যায়নের জন্য বিভাগে আয়োজিত পরিবীক্ষণ সভা।	সংখ্যা	৪	-	-	০৪	০৩	০২	০১	০০	০৫	০৬
		(৩.২) গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সরবরাহের স্পট চিহ্নিতকরণ	(৩.২.১) মাদক স্পট চিহ্নিতকরণ	সংখ্যা	৫	১৫১	১৮০	১৭০	১৬৫	১৬০	১৫৫	১৫১	১৭২	১৭৫
৪. মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদকাক্ত চিকিৎসা	২০	(৪.১) মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান।	(৪.১.১) সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৭	২৬৮০	২৭০০	২৭০০	২৬৯৫	২৬৯০	২৬৮৫	২৬৮০	২৭০৫	২৭০৮
			(৪.১.২) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৭	৩৭৩২	৫৫৯২	৪১৬৬	৪০৪৬	৩৯৪৮	৩৮৪০	৩৭৩২	৪১৭০	৪১৭৫
			(৪.১.৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের ইকো ট্রেনিং	সংখ্যা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের ইকো ট্রেনিং প্রধান কার্যালয় হতে বাস্তবায়ন করা হয়।									

অঙ্গীকার নামা

আমি অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা এঁর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

অতিরিক্ত পরিচালক
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা

০২.০৭.২০১৭ খ্রিঃ
তারিখ

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

২.৭.২০১৭
তারিখ

সংযোজনী-১
শব্দসংক্ষেপ
(Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	আদ্যক্ষর	পূর্ণ বিবরণ
০১.	মানিঅ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
০২.	**DNC**	**Department of Narcotics Control**

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং পরিমাপন পদ্ধতি এর বিবরণ ঃ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তর/শাখা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১. রাজস্বখাতে পদ সৃজন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন	১.১ রাজস্বখাতে সৃজনকৃত পদ	নবসৃষ্ট রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে রাজস্বখাতে পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	পরিচালক (প্রশাসন)	সৃজিত পদের সংখ্যার ভিত্তিতে।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	১.২ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন	অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন।	পরিচালক (সকল)	পরিদর্শনের সংখ্যার ভিত্তিতে ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশোধনাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।	(২.১) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.৩) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.৪) কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কারাবন্দিদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৩. মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার	(৩.১) আয়োজিত সভা ও সেমিনার	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনার আয়োজনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৪. মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা ও গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সরবরাহ স্পট চিহ্নিত করণ।	(৪.১) পরিচালিত অভিযান।	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.২) মামলা রুজুকরণ।	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	

১৬০

	(৪.৩) আটককৃত আসামী।	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অভিযুক্তদেরকে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অভিযুক্তদেরকে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.৪) মাদকবিরোধী অভিযান মূল্যায়নের জন্য বিভাগে আয়োজিত পরিবীক্ষণ সভা ।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের গুণগতমান পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	পরিবীক্ষণ সভার মাধ্যমে পরিচালিত অভিযানের সত্যতা যাচাই করে রুজুকৃত মামলা, আটককৃত অপরাধী ও জব্দকৃত মালামাল ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.৫) মাদক স্পট চিহ্নিতকরণ ।	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদক কেনাবেচার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য মাদক স্পটসমূহ নিয়মিত নজরদারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদক কেনাবেচার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য মাদক স্পটসমূহ নিয়মিত নজরদারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৫. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান।	(৫.১) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান।	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৫.২) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান।	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৫.৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের ইকো ট্রেনিং প্রদান।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ / ডাক্তার/নার্স/ স্বেচ্ছাসেবী/ কাউন্সেলরদেরকে কলম্বো প্ল্যানের আওতায় ইকো ট্রেনিং প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ/ডাক্তার/নার্স/স্বেচ্ছাসেবী/কাউন্সেলর-দের কলম্বো প্ল্যানের আওতায় ইকো ট্রেনিং প্রদানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	

১২৭

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে অন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত সংস্থার নিকট অধিদপ্তরের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কুটনৈতিক চ্যানেল জোড়দারকরণ	পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে প্রয়োজনে কুটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ ও তৎপরতা বৃদ্ধি।	মাদক অনুপ্রবেশ রোধে সহায়তা	৯০%	যথাসময়ে নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষীক আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে।
মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি ও গণসচেতনতায় সহায়তাকরণ।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধকরণ	৯০%	শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
মন্ত্রণালয়	তথ্য মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা	জনসাধারণের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধে সহায়ক	৯০%	সর্বসাধারণের মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

১২৮